মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা সরকারের একটি নিয়মিত প্রকাশনা। সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। সমীক্ষাটি অন্যান্য বাজেট ডকুমেন্টের সাথে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়।

২. বাংলাদেশের অর্থনীতি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উদ্ভূত অভিঘাত মোকাবিলা করে প্রবৃদ্ধির ধারাকে সমুন্নত রেখেছে। বিগত ৬ বছরে (২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫) জিডিপি'র গড় প্রবৃদ্ধি ৬.২ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে আমরা এ ৬ শতাংশের প্রবৃদ্ধির ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.০৫ শতাংশ। এছাড়া, মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১,৩১৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা আমাদেরকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে সামিল করেছে। চলতি অর্থবছর মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৫০ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৬৬ ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের পথে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৩. ২০০৯ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সরকার 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের কৌশলগত দলিল হিসেবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মকৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ (২০১০-২০১৫) ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এ সময়ে আর্থ-সামাজিক খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। কর্মসংস্থান ও মজুরি, খাদ্যশস্য উৎপাদন, মূল্যস্ফীতি, আমদানি-রপ্তানিসহ সকল অর্থনৈতিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পাশাপাশি বজায় রয়েছে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা। সরকারের দরিদ্রবান্ধব কর্মসূচি এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্রের হার কমার পাশাপাশি বৈষম্যও হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, দারিদ্রের হার ২০১০ সালের ৩১.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২৪.৮ শতাংশে এবং একই সময়ে অতি দারিদ্রের হার ১৭.৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১২.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। আশা করা যায়, রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১৬-২০২০) অর্জন করা সম্ভব হবে।

৪. রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নীতিগত ও আইনগত সংস্কারসহ কর ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথম আট মাসে কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬.১৬ শতাংশ। বর্তমান অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে চলতি অর্থবছর শেষে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার উত্তরোত্তর উৎকর্ষের জন্য মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে আরো সুদৃঢ় করা হয়েছে। বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য সরকারের সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৫. মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রা ও ঋণের যোগানের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দেশের মুদ্রানীতি পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শুরুতে অর্থাৎ জুলাই, ২০১৫- এ মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬.২৭ শতাংশ যা এপ্রিল, ২০১৬-এ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৬১ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির এ নিম্নমুখী প্রবণতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, রপ্তানি আয়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে ২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যও অনুকূল রয়েছে।

৬. সমীক্ষায় দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের পর্যালোচনার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বেসরকারি খাত উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিবরণও তুলে ধরা হয়েছে। সমীক্ষার তথ্য ও উপাত্ত উৎসাহী পাঠক, নীতি-নির্ধারক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, আগ্রহী ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন পূরণ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৭. মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সহযোগিতা করেছে আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের কর্মচারিবৃন্দ সমীক্ষাটি প্রণয়ন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যে পরিশ্রম করেছেন সে জন্য তাঁদেরকেও জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়